মাইক্রোফিনান্সই হাতিয়ার বন্ধনের

সৌমী দত্ত

যত কম অঙ্কের টাকাই হোক, জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে আসার প্রয়োজন নেই। ব্যাঙ্কের কর্মী গ্রাহকের বাড়ি গিয়ে ওই টাকা নিয়ে আসবেন। টাকা জমা দেওয়ার স্লিপ পূরণেরও ঝামেলা নেই। থাকবে শুধু একটা কার্ড, যেটা ওই ব্যাঙ্ককর্মীর হাতে থাকা একটা যন্ত্রে ঘষে নিলেই আপনা আপনিই নথিভুক্ত হয়ে যাবে সব তথ্য। টাকা জমার পর মেশিনটি থেকেই বেরিয়ে আসবে টাকা জমা পড়ার স্লিপ। শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্ক বিমুখ জনসাধারণকে এই অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে বন্ধন ব্যাঙ্ক।

এত দিন মাইক্রোফিনান্স সংস্থা হিসেবেই গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের কম রোজগেরে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল বন্ধন। শুধু টাকা ধার দেওয়াই নয়, হাতেকলমে কাজ শিখিয়ে গ্রাহককে ওই ঋণ পরিশোধে সক্ষম করে তোলার বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন বন্ধনের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ। সম্প্রতি পরিপূর্ণ ব্যাঙ্ক চালুর করার চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

থেকে। ২৩ অগস্ট থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা শুরু করবে বন্ধন ব্যাঙ্ক। সে ক্ষেত্রে কী কী বিষয়কে গুরুত্ব দিতে চান চন্দ্রশেখর বাবু এবং তাঁর বন্ধন ব্যাঙ্ক?

বন্ধনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষের কথায়, 'আগে মানুষ বন্ধনের থেকে শুধু ঋণের সুবিধা পেতেন। এ বার তাঁরা সঞ্চয়, বিমা ও টাকা পাঠানোর সুবিধাও পাবেন। তাঁদের হাতে যদি ১০০ টাকাও থাকে, সেটা বাড়িতে ফেলে না রেখে থেকে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারবেন। এই ভাবেই ওঁদের মূলধন তৈরি হবে।'

> আগে মানুষ বন্ধনের থেকে শুধু ঋণের সুবিধা পেতেন। এ বার তাঁরা সঞ্চয়, বিমা ও টাকা পাঠানোর সুবিধাও পাবেন। তাঁদের হাতে যদি ১০০ টাকাও থাকে, সেটা বাড়িতে ফেলে না রেখে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারবেন। এই ভাবেই ওঁদের মূলধন তৈরি হবে
>
> **চন্দ্রশেখর ঘোষ, সিএমডি, বন্ধন**

গরিব মানুষের হাতে এই মূলধন তৈরি করার উপরই বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন চন্দ্রশেখরবাবু। তাঁর মতে, মূলধন গঠন হলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তাঁদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস তৈরি হয়। আর, তখনই তাঁরা নতুন নতুন ব্যবসায় উদ্যোগী হন। তাছাড়া, বন্ধন ব্যাঙ্ক হলে গ্রাহকরা আগের চেয়ে অনেক কম সুদের ঋণ পাবেন।

মাইক্রোফিনান্সের ব্যবসাকে মাইক্রোব্যাঙ্কিং হিসেবে বজায় রাখতে চান চন্দ্রশেখরবাবু। 'আমরা ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে দু'টো ভাগে ভাগ করছি— মাইক্রো ব্যাঙ্কিং ও জেনারেল ব্যাঙ্কিং,' তিনি ব্যাখ্যা করেন। 'আগে যেমন মাইক্রোফিনান্স পরিষেবা দেওয়ার ২০২২টা শাখা ছিল, সেই শাখাগুলোই মাইক্রোব্যাঙ্কিংয়ের কাজ করবে। কর্মীরা আগের মতোই বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। তবে, ঋণের পাশাপাশি সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট, টাকা ট্রান্সফারের সুবিধাও পাবেন গ্রাহকরা। সেখানে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কম সুদে ঋণও মিলবে। কিন্তু এক লক্ষের বেশি ঋণ মিলবে জেনারেল ব্যাঙ্কিংয়ে। ৬০০টি এ রকম জেনারেল ব্যাঙ্কের শাখা খুলছে বন্ধন। সেখানে ব্যাঙ্কিয়ের সব পরিষেবাই মিলবে। সঙ্গে মিলবে এক লক্ষ টাকার বেশি অঙ্কের ঋণও,' চন্দ্রশেখরবাবু বলেন।

রিলায়েন্স, বাজাজের মতো নামজাদা ব্যানারকে পিছনে ফেলে বন্ধন কী ভাবে নতুন ব্যাঙ্ক খোলার লাইসেন্স পেল?

চন্দ্রশেখরবাবু মনে করেন, 'এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় কাজ করেছে— প্রথমত, আমাদের দেশে এখন এমন ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দক্ষিণের দিকে উন্নত হলেও পূর্ব ভারতে এই পরিষেবা কম। সেক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যাদের পূর্ব ভারতে জনসংযোগ বেশ ভালো। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ বেসরকারি ব্যাঙ্কই গ্রামের কম রোজগেরে মানুষদের ঋণ দেয় না খরচ পোষাতে পারে না বলে। মাইক্রোফিনান্সের মাধ্যমে বন্ধন সেই সব মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই ঋণ পৌঁছে দিতে পেরেছে। এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েই সম্ভবত বন্ধনকে বেছে নেওয়া হয়েছে।'

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ৬০০টি শাখার জন্য বন্ধনের প্রয়োজন হাজার তিনেক কর্মী। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে অভিজ্ঞ ৮৫০ জনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। এত দিন মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে কাজ করা ২১৫০ জনকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সরিয়ে আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে, গ্রাহকদের বিমার আওতায় আনার ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছেন তাঁরা। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা শুরুর প্রথম দিনই কলকাতায় একসঙ্গে ৩৫টি শাখা খুলতে চলেছে বন্ধন।